মহাজোট সরকারের তিন বছরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে
উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও অগ্রগতির চিত্র

— আবুল মাল আবদুল মুহিত

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভালবাসায় সিক্ত হয়ে বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নকে সামনে রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ, উন্নত ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিগণিত করা। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৪ ও ২০১৭ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮ শতাংশ ও ১০ শতাংশে উন্নীত করা।

২। সরকারের ক্ষমতা গ্রহণকালে চ্যালেঞ্জ

এ সরকারের সাফল্য ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরার আগে স্মরণ করা প্রয়োজন- সরকার ক্ষমতা গ্রহণকালে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কি ছিল।

- চারদলীয় জোটের পাঁচ বছরের শাসনামলে দুর্নীতি, লুটপাট, সন্ত্রাসবাদ, হত্যা ও লুণ্ঠন ছিল দেশের বাস্তবতা। সংখ্যালঘু ও বিরোধীদলের নির্যাতন, রাজনৈতিক হত্যা, সম্পদ ও ব্যবসা দখল ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়।
- শাসনযন্ত্র ছিল দুর্বল ও বিপর্যস্ত। দলীয়করণের অভিশাপ আমলাতন্ত্রের দক্ষতা বিনষ্ট করে। এডহক সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে হয় গাফলতি ও দুর্নীতি যার ফলে জনবলে কমতি ছিল ব্যাপক।
- কমিশন ছাড়া কোন বড় ধরনের ক্রয় বা ঠিকাদারি চুক্তি সম্ভব ছিল না বলে বিদেশী ঠিকাদার ও সরবরাহকারী অনীহা প্রকাশ করে বা দেশ পালায় এবং উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
- বিদেশে অর্থ পাচার ও অবৈধ উপায়ে বিদেশে আয় করা ছিল প্রভাবশালীদের নেশা। (এ ব্যাপারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট-আত্মীয়েরা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।)
- দেশে জ্বালানি সংকট ছিল স্বাভাবিক অবস্থা, গ্যাস তেলের অনুসন্ধান বা গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন ছিল বন্ধ। কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা বা কোন কেন্দ্রের মেরামত না করার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।
- বিএনপি'র কৃষক ও গ্রামবিমুখ নীতির ফলে খাদ্য উৎপাদনে ছিল বন্ধ্যাত্ব ও গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল বিপর্যস্ত।
- ২০০৭ সালে সিডোর এবং ২০০৯ সালে আইল্যার ধ্বংসলীলায় দক্ষিণাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকা ছিল বিপর্যস্ত।
- ২০০৮ সালে খাদ্যপণ্য, তেল ইত্যাদির মূল্যস্ফীতির ফলে মানুষের দুর্যোগ ছিল ভয়াবহ ও দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
- ২০০৭-২০১০ সময়ের বিশ্বমন্দার শিকার হয় বাংলাদেশ।

সরকারকে একসঙ্গে দুঃশাসন ও দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয় এক হাতে আর অন্য হাতে বিশ্বমন্দা ও মূল্যস্ফীতিকে করতে হয় নিয়ন্ত্রণ। সরকার শক্তহাতে জঙ্গীবাদ নিয়ন্ত্রণ করে ও পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করে। ৩৫ বছর পরে হলেও সরকার যুদ্ধাপরাধী ও মানবতার শত্রুদের বিচার শুরু করে। সরকার দুর্নীতির অপবাদ রোধে কঠোর অবস্থান নেয় এবং অন্ততঃ উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সাথে সাথে সরকারের জনবল শক্তিশালী করতে ব্রতী হয় এবং তিন বছরে প্রায় দুই লাখ সরকারি চাকুরেদের নিযুক্তি দেয়। সরকারের কৃতিত্ব হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

সরকার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ক্রান্তিলগ্নে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দুরুহ দায়িত্ব সাহস ও প্রজ্ঞার সাথে মোকাবেলা করেছে। গত তিন বছরে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ব্যাপক সুদূরপ্রসারী সংস্কার কার্যক্রম, সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং প্রণোদনার মতো কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও রাজস্ব খাতে শৃঙ্খলাও বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

৩। মহাজোট সরকারের অঙ্গীকার

ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে ২০০৯-১০ সালের বাজেট প্রণয়নের সময় মহাজোট সরকার নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়ঃ

- "মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ওয়াদার প্রথম বিষয়টি ছিল মহামন্দার মোকাবেলা, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসকরণ এবং দেশজ উৎপাদন বাড়িয়ে বা যথাসময়ে আমদানি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।"
- "আমাদের আরেকটি অঙ্গীকার ছিল জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান এবং সেই লক্ষ্যে একটি তিনসালা জরুরি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।"
- "অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রধান খাতগুলো হল- কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান।" "………. কর্মসংস্থানের সুযোগ, সরকারি ব্যয়ের প্রসার এবং বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে এইসব ক্ষেত্রে আমরা সবিশেষ নজর দিয়েছি। সর্বোপরি, দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই আমরা ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যেমন সহজতর করতে পারে, তেমনি দুর্নীতি প্রশমনে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। সর্বোপরি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তথ্য-প্রযুক্তি বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করবে।"

৪। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক সাফল্যের সারাংশ

সরকারের অঙ্গীকার মত প্রতিকূল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখাই সরকারের অন্যতম প্রধান অর্জন। গত তিন বছরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অবস্থানে আছে তার সার্বিক চিত্রটি নিম্নরূপঃ

(১) সারাবিশ্বে মহামন্দার সময়ও বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, রেমিটেন্স বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং বিনিয়োগ কখনও নিম্নগামী হয় নি (গড়ে ২৪.৫ শতাংশ)। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবা রপ্তানি যেখানে ২০.৪ শতাংশ সংকুচিত হয় সেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয় ১০.৩ শতাংশ। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী

রেমিট্যান্স প্রবাহ ৫.৩ শতাংশ হ্রাস পায়, অথচ সে বছর বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(২) ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় পরবর্তী দুই অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার প্রশমিত হয়। বর্তমান অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির যে উর্ধ্বমুখী ধারা তা কেবল বাংলাদেশে নয়, বিকাশমান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(৩) সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক নীতিমালা অবলম্বন করেও বাজেট ঘাটতি ৪ শতাংশের সামান্য উপরে থাকে।

(৪) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, ৬.১ বিলিয়ন থেকে ১০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(৫) সরকারি বাজেটের আকার, রাজস্ব আদায় এবং সরকারি ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে (উন্নয়ন কার্যক্রমে এই ধারা বহাল থেকেছে)। রাজস্ব আদায় ৬৪,৫০০ কোটি থেকে বাড়ছে ১,১৮,০০০ কোটি ও মোট সরকারি ব্যয় বাড়ছে ৮৯,০০০ কোটি থেকে ১,৬৩,৫০০ কোটি টাকা।

(৬) বৈদেশিক সহায়তা হিসেবে নতুন অর্থের যে অঙ্গীকার পাওয়া গেছে তাও দ্বিগুণ হয়েছে। যদিও বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে। অঙ্গীকার ২৮০০ মিলিয়ন থেকে ৫৯০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

(৭) মন্দার মধ্যেও জনশক্তি রপ্তানি বহাল থেকেছে এবং বর্তমান বছরে তা প্রায় পাঁচ লাখে পৌঁছাবে।

(৮) কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে জোরদার রেখেছে। মানুষের আয় বাড়িয়েছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

(৯) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ফলে দারিদ্র্য কমেছে, বিশেষ করে হতদরিদ্রের সংখ্যা কমেছে এবং বর্তমান মূল্যস্ফীতির প্রভাব বঞ্চিতদের উপরে পড়ে নি।

(১০) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে অর্থনীতির গতিশীলতা জোর পেয়েছে এবং শিল্পখাতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনে তরল জ্বালানি নির্ভর সরবরাহের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু রেন্টাল সরবরাহের অবসায়নে তা তিন বছরে অনেক কমে আসবে।

(১১) বিভিন্ন কর্মসংস্থান কার্যক্রমের ফলে বেকারত্ব বাড়ে নি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য এসেছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালে ৪০ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

5| eZ©gvb A_©‰bwZK cwiw¯wZ t P¨v‡jÄ I mgvavb

৫.১. ২০১১-১২ সালে বাজেট উপস্থাপনাকালে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দেশের সমৃদ্ধির জন্য এই সরকার তাদের কৌশল বিবৃত করে এই বলে-

দুইটি বছর বিশ্ব মহামন্দার সফল মোকাবেলা করে দেখা গেল যে, ২০১১-১২ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ নাজুক। বিশেষ করে খাদ্যপণ্য এবং তেলের দাম যেভাবে বাড়তে থাকলো তাতে মূল্যস্ফীতি একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে সামনে আসলো। এই অবস্থা অনুধাবন করে ২০১১-১২ সালের বাজেটে মহাজোট সরকার ঘোষণা দিল যে, খাদ্যপণ্যের মূল্য এবং জ্বালানি তেলের বৃদ্ধিজনিত "অভিঘাত মোকাবেলার জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন- হয়তো বেশ কিছু অপ্রিয় সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হতে পারে। (ক) ভর্তুকিসহ কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হ্রাস, (খ) প্রয়োজনে কৃচ্ছ্রতা সাধন, (গ) রাজস্ব আয় বাড়ানো, (ঘ) মুদ্রা সরবরাহ ও ব্যক্তিখাতে ঋণ সরবরাহ কমানো এবং (ঙ) বিনিময় হারের যথাযথ বিন্যাস (exchange rate alignment) করা।"

৫.২. অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ অভিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশ গত তিন বছর সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জিডিপি'র ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়ার সাথে সাথে আয়-দারিদ্র্যের হারও উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে (Inclusive growth)। পাশাপাশি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের ফলে বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাত পরিস্থিতির উন্নতি, তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার, রাজস্ব আদায়, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স-এর প্রবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অর্জন প্রণিধানযোগ্য।

৫.৩. ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে অর্থনৈতিক নীতিমালা সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির জন্য কাজ করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা, মহামন্দার মুখে রপ্তানি ধরে রাখা, ঋণখেলাপি থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষা দেয়া, কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা – এইসব উদ্যোগের জন্য মুদ্রা ও ঋণনীতি থাকে মোটামুটি সম্প্রসারণশীল। সম্প্রসারণশীল ধারার পরিবর্তন সূচিত হয় ২০১১-১২। মুদ্রা সংকোচন হয় অপরিহার্য, ঋণপ্রদানেও আসে কড়াকড়ি। কিন্তু সরকারের ভর্তুকির দায় তত দ্রুততার সঙ্গে কমানো হয় কষ্টকর। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারে গাফলতি ও শ্লথগতি। এতে নির্ধারিত ঘাটতি বাজেটে টানপোড়ন চলে। আবার আমদানি বাণিজ্যে নিম্নগতিও আসতে দেরি হয়। এজন্য সাময়িকভাবে সরকারের ব্যাংক ঋণ বেড়ে যায় এবং মুদ্রামানে দ্রুত অবচিতি ঘটে। অন্যদিকে পর পর আড়াই বছর অর্থনৈতিক ঊর্ধ্বগতির ফলে প্রত্যাশার হয় বিস্ফোরণ এবং ভর্তুকির জন্য চাহিদা, বাজেট বরাদ্দের জন্য দাবি বাড়তেই থাকে। এই পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমাদের সাবধানতা গ্রহণ করতে হয়েছে।

৫.৪. বর্ণিত পরিস্থিতিতে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং এ সকল ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন bxwZ-†KŠkj গ্রহণ করেছে।

K) ivR¯^ Av`v‡qi j¶¨gvÎv AR‡b c‡Póv †Rvi`vi

- এনবিআর রাজস্ব আদায়
  - ✓ 'বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি' ব্যবস্থার দ্রুত বাস্তবায়ন;
  - ✓ ভ্যাট আদায়ের compliance বৃদ্ধি;
  - ✓ কর-ফাঁকি রোধে কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
  - ✓ গ্রোথ সেন্টারসমূহকে ভ্যাট ও আয়করের আওতাভুক্তকরণ।
- নন-এনবিআর ও এনটিআর রাজস্ব আদায়

- ✓ ২০০০ সালের পূর্বে নির্ধারিত ফি/রেটসমূহ বর্তমান বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবশ্যিকভাবে পুনঃনির্ধারণ;
- ✓ ২০০০-০৬ সময়ে নির্ধারিত ফি/রেটসমূহ বর্তমান প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা ও পুনঃনির্ধারণ ।

▪ নতুন ভ্যাট ও আয়কর আইন প্রণয়ন

- ✓ ভ্যাট আইনের খসড়া জানুয়ারি ২০১২ এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সভায় উপস্থাপন ।

L) miKwi e¨‡qi †¶‡Î wgZe¨wqZv I e¨q ms‡KvPb

▪ Abbqb ev‡R‡Ui AvIZvq e¨q mxwgZ ivLv

- ✓ সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ, গাড়িক্রয়, নতুন ভাতা প্রচলন না করা এবং বিদ্যমান ভাতার হার বৃদ্ধি না করা;
- ✓ খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ পর্যাপ্ত থাকায় খাদ্য আমদানি (চাল) হ্রাস করা ।

▪ বর্তমান আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয় বিবেচনা করে GwWwcÔi e¨q AMwaKviwfwËK Kiv

- ✓ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চিহ্নিত 'উচ্চ অগ্রাধিকার', 'অগ্রাধিকার' ও 'কম অগ্রাধিকার'- এ তিন ধরনের প্রকল্পের মধ্যে উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান ।

▪ ewlK Dbqb KgmwP‡Z cKí mvnv‡h¨i e¨envi

- ✓ পাইপলাইনে থাকা প্রতিশ্রুতি প্রকল্প সাহায্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও দাতা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা ।

M) fZwKRwbZ e¨q †hŠw³K chv‡q bwg‡q Avbv

▪ Rvjwb Lv‡Z ভর্তুকিজনিত ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশীয় বাজারে জ্বালানি পণ্যের মূল্য পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা;

▪ we`¨r Lv‡Z ভর্তুকি সীমিত রাখার লক্ষ্যে-

- ✓ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুতের ট্যারিফ adjustment অব্যাহত রাখা;
- ✓ জ্বালানি খাত সম্পর্কিত পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কয়লা, গ্যাস, তাপবিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বাস্তবায়ন ।

▪ Kwl fZwK লক্ষ্যভিত্তিক করার জন্য জ্বালানি বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি সুবিধা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সরাসরি প্রদানের কৌশল নির্ধারণ;

- ✓ কৃষি উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে বিতরণের কৌশল নির্ধারণ;
- ✓ আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন প্রকার সারের স্থানীয় বিক্রয়মূল্য পুনঃনির্ধারণ ।

N) e¨vsK Dr‡mi Dci Pvc Kgv‡Z e¨vsK-ewnfZ Drm n‡Z cwß evov‡bvi D‡`¨vM

- Ri“wi wfwË‡Z, cwievi mÂqcÎ I †cbkbvi mÂqcÎ n‡Z cwß evov‡Z we‡kl cPviYv (compaign) চালানো এবং প্রয়োজনে সুদের হার (সামাজিক নিরাপত্তা প্রিমিয়ামসহ) বাড়ানো।

O) g`vLvZmn †jb‡`b fvimvg¨ i¶v

- মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের অবচিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ও ঋণের প্রবৃদ্ধি (বিশেষ করে সরকারি খাতে ঋণ গ্রহণ) সীমিত রাখা;
- দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অনুদান ও concessional ঋণের পাশাপাশি বিকল্প অর্থায়নের উৎস বিবেচনা;
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থার সম্ভাব্য অর্থায়নে বৃহৎ প্রকল্পসমূহ [যেমন- পদ্মা সেতু, এমআরটি-৬] বাস্তবায়ন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যা লেনদেন ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে;
- জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে
  - ✓ বিদেশ-গমনেচ্ছু শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা।

৫.৫ গৃহীত এবং চলমান বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ (নীট ওভার ড্রাফট) ডিসেম্বর ২০১১ এর শুরুতে যেখানে ছিল ১৪,১২০ কোটি টাকা তা ডিসেম্বর ২০১১ শেষ নাগাদ ১০,০০০ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। পাশাপাশি যৌক্তিক মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রদান নিরুৎসাহিত করার ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং খাদ্যপণ্য আমদানি হ্রাসের ফলে সার্বিকভাবে আমদানি কমে আসছে। GQvov mv¤cwZK mg‡q ˆe‡`wkK Kgms¯vbI D‡jL‡hvM¨ nv‡i ew× cv‡"Q| আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং জনশক্তি রপ্তানির এ ধারা অব্যাহত থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ হ্রাস পাবে। একইসাথে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সহজশর্তে ঋণ ব্যবহার বেগবান হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ মুদ্রাবাজারে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়বে যা টাকার বিনিময় হারকেও স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসবে। তবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দিক হচ্ছে রাজনৈতিক বিভাজন ও অসহিষ্ণুতা।

wZb eQ‡ii we¯Z cwZ‡e`b – mvdj¨ I AMÖMwZ

1| gj cwZ‡e`‡b †hLv‡b wZb eQ‡ii AR‡bi mvivsk †`Iqv n‡q‡Q GLv‡b ZviB we¯Z Z_¨ †ck Kiv n‡jv| GB cwZ‡e`‡bi welq¸‡jv n‡"Q wbgiƒct

(১) সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য কতিপয় সাফল্যের বিবরণীঃ

(২) গত তিন বছরের বাজেটের কতিপয় লক্ষণীয় বিষয় ।

(৩) কতিপয় খাতভিত্তিক অগ্রগতির বিবরণ, যেমন- কৃষি খাত ও বিদ্যুৎ খাত ।

(৪) দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ।

(৫) অন্যান্য কতিপয় কার্যক্রম এবং বিশেষভাবে সংস্কার কর্মসূচি ।

(৬) এখানে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে বিএনপি’র চারদলীয় জোট সরকারের শেষ বছর (২০০৬-০৭) থেকে শুরু করে ২০১১-১২ (প্রক্ষেপণ) পর্যন্ত ।

mvgwóK A_©‰bwZK Ae¯v

১. ১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (প্রক্ষেপণ)
জিডিপি	৬.৪৩	৬.১৯	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৬৬	৭.০০

✓ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ৫.৭৪ শতাংশ দাঁড়ায় যা বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার প্রেক্ষাপটে সন্তোষজনক।

✓২০০৯-১০ অর্থ বছরে জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়।

✓ ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যা এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

১.২ মাথাপিছু জিডিপি ও জাতীয় আয়

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
মাথাপিছু জিডিপি (টাকা)	৩৩৬০৭	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৬
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	৪৮৭	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৫৫
মাথাপিছু জাতীয় আয় (টাকা)	৩৬১১৬	৪১৭২৮	৪৬৫০৪	৫১৯৫৯	৫৭৬৫২
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৮
মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির হার (%)	৯.৮৭	১৬.২৫	১১.১৮	১১.০৯	৮.৯২

✓২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রথমবারের মতো ৬০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও জিডিপি যথাক্রমে ৬৭৬ ও ৬২০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

✓২০০৯-১০ অর্থবছরের মাথাপিছু আয় আরো বৃদ্ধি পেয়ে প্রথমবারের মত ৭০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করে ৭৫১ মার্কিন ডলারে এবং মাথাপিছু জিডিপি ৬৮৭ ডলারে উন্নীত হয়।

✓২০১০-১১ অর্থ বছরে মাথাপিছু আয় ৮১৮ ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি ৭৫৫ ডলারে উন্নীত হয়।

✓২০০৬-০৭ সালের তুলনায় ২০১০-১১ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রায় দেড়গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৩ মূল্যস্ফীতি

মন্দা-উত্তর বিশ্বে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং জ্বালানী তেলের অব্যাহত মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের তুলনায় (সেপ্টেম্বর ২০১১ এ ভারত-৯.৮, পাকিস্তান-১১.৫) মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক সফল। বাংলাদেশে বিগত সময়ে বাৎসরিক গড় মুদ্রাস্ফীতির হার নিম্নরুপ:

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (ডিসেম্বর’১১)
মূল্যস্ফীতি	৭.২২	৯.৯৩	৬.৬৬	৭.৩১	৮.৮৮	১০.৬৫

- ✓ ডিসেম্বর ২০১১ মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ১০.১৯ শতাংশে নেমে এসেছে, যা পূর্ববর্তী নভেম্বর মাসে ছিল ১১.৫৮ শতাংশ। মূলত খাদ্য-মূল্যস্ফীতি হাসের কারণে সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। নভেম্বর ২০১১ মাস থেকে ডিসেম্বর ২০১১ খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২.৪৭ শতাংশ থেকে ২.০৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে। তবে একইসময়ে খাদ্য-বহির্ভুত মূল্যস্ফীতি ১০.১৯ শতাংশ থেকে ১.১৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক, রাজস্ব, ও মুদ্রা খাতে গৃহীত কতিপয় ব্যবস্থা যথা:-

- ✓সরকার বিদ্যৎ ও জ্বালানী খাতে ভর্তুকি হ্রাস করছে, নিত্য-প্রয়োজনীয় কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস/পুনর্বিন্যাস ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি প্রদান ও কৃষি খাতে ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ করছে
- ✓সরকারি কর্মকান্ডে কৃচ্ছতা সাধন করছে
- ✓অধিকতর বিদেশী সম্পদ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে
- ✓অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধি করছে
- ✓আমদানির চাপ কমানো হচ্ছে
- ✓নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রী (ওএমএস) ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে
- ✓ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য যাতে মূল্যস্ফীতির উপর চাপ সৃষ্টি না করে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে য়েমন- ব্যাংকসমূহের নগদ জমা আবশ্যকতা (CRR) এবং সংবিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণ (SLR) হারবৃদ্ধি করাসহ নীতি নির্ধারণী সুদের হার যথা রেপো ও রিভার্স রেপোর সুদের হার পুন:নির্ধরণ করা হয়েছে

1.4 wRwWAvB (†gvU †`kR wewb‡qvM)

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (প্রক্ষেপY)
মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	১১৫৫৯০	১৩২১৩২	১৪৯৮৪৯	১৬৯৫১১	১৯৪৭৮৬	২৫২০৬৩
প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৭৯	১৪.৩১	১৩.৪০	১৩.১৩	১৪.৯১	২৯.৪০
জিডিপি’র শতকরা অংশ	২৪.৪৬	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৪.৭৩	২৮.০০

- ✓ বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে সরকার যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে

- ✓ ব্যক্তিখাত বান্ধব নীতিমালা গ্রহণের অংশ হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হয়েছে।
- ✓ দেশের পশ্চাৎপদ শিল্প সম্ভাবনাময় এলাকাকে শিল্পে বা কৃষিতে বিকশিত করার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে ’বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১৫ কার্যকর হয়েছে।

1.5 ißwb

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ
রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১২১৭৮	১৪১১১	১৫৫৬৫	১৬২০৫	২২৯২৪	২৬৪৫৯
প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৫.৬৯	১৫.৮৭	১০.৩১	৪.১১	৪১.৪৭	১৫.৪২
জিডিপির শতকরা হার	২০.৪	১৭.৮	১৭.৪	১৬.২	২০.৭২	২১.৯১

- ✓২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের পরিমান ১৫.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৩ শতাংশ বেশী;
- ✓বিশ্ব মন্দার নেতিবাচক প্রভাবে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্নক হলেও বছরের শেষ তা ঘুরে দাঁড়ায় এবং সার্বিক রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি (৪.১ শতাংশ) অর্জন করা সম্ভব হয়
- ✓২০১০-১১ অর্থবছরের রপ্তানি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার (১৯.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার) বিপরীতে রপ্তানি হয়েছে ২২.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪১.৪৭ শতাংশ বেশি
- ✓২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) পূর্ববর্তী অর্থবছরের এ সময়ের তুলনায় রপ্তানি আয় ১৪.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ✓ ২০০৬-০৭ এর তুলনায় ২০১০-১১ এ রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।
- ✓ রফতানি পণ্যে যেমন নতুন সামগ্রী যুক্ত হচ্ছে, নতুন বাজারও তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ।

১.৬ আমদানি

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ প্রক্ষেপণ
আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৭১৫৭	২১৬২৯	২২৫০৭	২৩৭৩৮	৩৩৬৫৮	৩৫৪৯৩
প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৬.৬	২৬.১	৪.১	৫.৫	৪১.৮	৫.৪৫
% জিডিপি	২৮.৫	২৪.৫	২২.৭	২১.৩	৩০.৪১	২৯.৩৯

- ✓ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে আমদানি বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ২২.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ৪.১ শতাংশ বেশী
- ✓ ২০১০-১১ অর্থবছরের আমদানি খাতে পুর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪১.৭৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে
- ✓ ২০১০-১১ অর্থবছরে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৪৩.১ শতাংশ ও ৪৯.৮ শতাংশ
- ✓ ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় ২১.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৪.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১.৭. রেমিট্যান্স

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭	১১৬৫০
প্রবৃদ্ধি (%)	২৪.৫০	৩২.৩৯	২২.৪২	১৩.৪০	৬.০৩
জিডিপির %	৮.৭৪	১০.০২	১০.৮৪	১০.৯৬	১০.৬৩
প্রবাসী কর্মজীবির সংখ্যা (হাজারে)	৫৬৪	৯৮১	৬৫০	৪২৭	৪৪০

- ✓২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে আসে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের (৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অপেক্ষা ২২.৪২ শতাংশ বেশী;
- ✓২০০৯-১০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে প্রায় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহের তুলনায় ১৩.৪ শতাংশ বেশী;
- ✓২০১০-১১ অর্থবছরের রেমিট্যান্স দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬.০৩ শতাংশ বেশী।
- ✓২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রায় ৬.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আয় হয়েছে।
- ✓ জনশক্তি রপ্তানির নেতিবাচক ধারা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৮.৫০ শতাংশ।

রেমিট্যান্স বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

- ✓ শ্রমের নতুন বাজার অনুসন্ধান করা হচ্ছে
- ✓ বৈদেশিক লেনদেন বিধি-বিধান সহজীকরণ এবং রেমিট্যান্স আহরণ ও বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি তথা রেমিট্যান্সের ডেলিভারী সার্ভিস উন্নতকরণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- ✓ ৩টি দেশে নতুন শ্রম উইং খোলা হয়েছে।

১.৮. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫০৭৭	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২
আমদানির মাস হিসেবে রিজার্ভ	৩.৫৫	৩.৪১	৩.৯৮	৫.৪৩	৩.৮৯
মুদ্রা বিনিময় হার (টাবা-মা. ড)	৬৯.০৩	৬৮.৬০	৬৮.৮০	৬৯.১৯	৭১.১

- ✓ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- ✓ ২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ১০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ✓ ২০১০-১১ অর্থবছর বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- ✓ মূলধন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি এবং তেলের আমদানি বৃদ্ধির কারণে রিজার্ভ সামান্য হ্রাস পেয়েছে। ৩ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে রিজার্ভ ৯.৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।
- ✓ লেনদেনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ায় মুদ্রামানে অবচিতি হয়েছে গভীর। তবে ধীরে হলেও মুদ্রামান স্থিতিশীল হতে চলেছে এবং আমদানিতে কিছু সংকোচন হচ্ছে।

১.৯. মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহ

অর্থবছর শেষে শতকরা প্রবৃদ্ধি	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (b‡f¤i পর্যন্ত)
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৭.০২	১৭.৬৩	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৭৮
অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ	১৪.৯২	২০.৯৫	১৬.০৩	১৭.৮৯	২৭.৪১	২৫.৯৫
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১৫.১২	২৪.৯৪	১৪.৬২	২৪.২৪	২৫.৮৫	১৯.৩৩

- ✓ সামাপ্রতিক সময়ে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে
- ✓ সাম্প্রতিক বছরসমূহে বেসরকারি খাতে উচ্চ ঋণপ্রবাহ দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হলেও মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এ বছর বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে।

miKwi evRU — Avq, e¨q I NvUwZ

ivR¯^ LvZ

২.১. রাজস্ব আয়

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (লক্ষ্যমাত্রা)
মোট রাজস্ব	৪৮৫৪১	৫৯৪৬৯	৬৪৫৬৮	৭৫৯০৬	৯২৭৯০	১১৮৩৮৫
প্রবৃদ্ধি (%)	১৪.০৭	২২.৫১	৮.৫৭	১৭.৫৬	২২.২৪	২৭.৫৮
% জিডিপি	১০.৩৮	১১.১১	১০.৫০	১০.৯৯	১১.৭৪	১৩.১৬

- ✓ ২০০৬-০৭ হতে ২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি
- ✓২০১০-১১ অর্থবছরে রাজস্ব প্রকৃত আদায় হয়েছে ৯২৭৯০ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের আয়ের তুলনায় ২২.২৪ শতাংশ বেশী
- ✓ ২০১১-১২ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত রাজস্ব আয় ২৭.৫৮ থেকে শতাংশ বেশী রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) আদায় হয়েছে ৪৮,০১৯ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৬৭ শতাংশ বেশী।

২.২. সরকারি ব্যয়

ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম মূখ্য ধাপ এবং রূপকল্পের আলোকে ইতোমধ্যে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-১৬) বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বাস্তবানুগ ও সময়ানুগ করে ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে প্রকৃত বাজেট ব্যয় উল্লেখ করা হলো:

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (বাজেট)
মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	**৬৪০৭৪**	**৯০৬৯৬**	**৮৯৩১৯**	**১০১৬০৭**	**১২৭৫১৪**	**১৬৩৫৮৯**
প্রবৃদ্ধি (%)	**১৫.২২**	**৪১.৫৫**	**-১.৫২**	**১৩.৭৬**	**২৫.৫০**	**২৮.২৯**
% জিডিপি	**১৩.৬৬**	**১৬.৬২**	**১৪.৫৩**	**১৪.৬৩**	**১৬.১৯**	**১৮.১৮**

✓ বিপিসির পুঞ্জীভূত দায় (প্রায় ৭৫০০ কোটি টাকা) পরিশোধের কারণে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পায়

✓ ২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৫.৫০ শতাংশ।

এডিপি ব্যয়

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (বাজেট)
মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	১৭৯১৭	১৮৪৫০	১৯৬৮৮	২৫৯১৭	৩৩০০৭	৪৬০০০
প্রবৃদ্ধি (%)	-৮.০০	২.৯৭	৬.৭১	৩১.৬৪	২৭.৩৬	৩৯.৩৬

✓ ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট এডিপি ব্যয় বেড়েছে ৮৫ শতাংশ

✓ ২০০৯-১০ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন প্রবৃদ্ধি পূববর্তী অথবছরের তুলনায় ৩১.৬৪ শতাংশ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে তা ২৭.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়

✓এডিপিতে বরাদ্দ প্রতিবছর বৃদ্ধি করা হয়েছে পাশাপাশি সরকার এডিপি বাস্তবায়ন সুষ্ঠু ও কার্যকর এবং ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে এসময়ে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ৯১% ও মূল এডিপি বরাদ্দের ৮৫% (২৫৯১৭.৩৫ কোটি টাকা) ব্যয় করা হয় যা পূর্ববর্তী বছরে ৭৭% ছিল। এ ব্যয়ের মাধ্যমে এডিপি-র বরাদ্দকৃত অর্থের সময়োচিত ব্যবহার সরকারের সম্পদ ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জনকে নির্দেশ করে। এর ফলে পরোক্ষভাবে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

✓২০১০-১১ অর্থবছরেও সংশোধিত এডিপির ৯২% বরাদ্দ ব্যয় হয়েছে যা সরকারের সফলতা নির্দেশ করে।

২.৩ বাজেট ভারসাম্য

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
মোট (কোটি টাকা)	- ১৫৫৩৩	-৩১২২৭	-২৪৭৪১	-২৫৭০	-৩৪৭২৫	-৪৫২০৪
% জিডিপি	-৩.৩০	-৫.৭২	-৪.০০	-৩.৭০	-৪.৪১	-৫.০০

✓ সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাটতি বাজেট/ ঘাটতি ব্যয় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে এ ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা বাঞ্ছণীয়। গত তিন অর্থবছরে সরকার সীমিত বাজেট ঘাটতি (জিডিপির প্রায় ৪ শতাংশের কাছাকাছি) যা সরকারের দক্ষ বাজেট ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন।

২.৪. বৈদেশিক সহায়তা

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
প্রতিশ্রুতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২২৫৬.১	২৮৪২.৫	২৪৪৪.৩	২৯৮৩.৭	৫৯২৯.৭
মোট প্রাপ্তি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৬৩০.৬	২০৬১.৫	১৮৪৭.৩	২২২৭.৮	১৭৭৭.২

✓ সাম্পতিক সময়ে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে

✓ প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সহায়তা যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় সে লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে।

LvZwfwËK AMÖMwZ – Kwl I we`¨r LvZ

৩.১ খাত ভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (প্রক্ষেপণ)
কৃষি	৪.৭০	২.৯৩	৪.১০	৫.৫৬	৪.৮২	৪.৭০
মৎস	৪.০৭	৪.১৮	৪.১৬	৪.১৫	৫.৪৪	৫.০০
শিল্প (ম্যানু:)	৯.৭২	৭.২১	৬.৬৮	৬.৫০	৯.৫১	১০.০০
বিদ্যুৎ	১.০৮	৬.৬৮	৫.৩৯	৭.২১	৬.৫০	৭.৫০

- ✓ **গত তিন বছরে কৃষি খাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে**
- ✓ কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে কারণ ব্যাপক সরকারি সহায়তা- যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকুল আবহাওয়া ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন
- ✓ মন্দাকালীন সময়ে শিল্প খাতের ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে ফিরে এসে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে
- ✓ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১ শতাংশ যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৭.২১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে

৩.২ কৃষি খাত

রূপকল্প-২০২১ অন্যতম একটি লক্ষ্য আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ। এ উদ্দেশ্যে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি খাতে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এর অংশ হিসেবে-

- ✓২০০৯-১০ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি বাবদ ৪৮৯২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। **২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা ছিল যা ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে ৪৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।**
- ✓কৃষি উপকরণ ও কৃষি ঋণ বিতরণ সহজলভ্য করা হয়েছে।
- ✓যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে বর্তমান মহাজোট সরকার কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রেখেছে এর এর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ✓ বিভিন্ন সারের মূল্য কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা হয়েছে।

৩.৩ কতিপয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন (লক্ষ মে: টন)

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
চাল	২৭৩.১৮	২৮৯.৩১	৩১৩.১৭	৩২২.৫৭	৩৩৫.৪১
গম	৭.৩৭	৮.৪৪	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২
ভূট্টা	৮.৯৯	১৩.৪৬	৭.৩৯	৮.৮৭	১৫.৫২
†gvU km¨	২৮৯.৫৪	৩২০.২১	৩২৯.০৫	৩৪১.৬৩	৩৬০.৬৫
আলু	৫১.৬৭	৬৬.৪৮	৫২.৬৮	৮১.৬৮	

৩.৪ কৃষি ঋণ

অর্থবছর	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (লক্ষমাত্রা)
কৃষি ঋণ	৫২৯২.৫	৮৫৮০.৭	৯২৮৪.৫	১১১১৬.৯	১২১৮৪.৩	১৩৮০০
প্রবৃদ্ধি	-৩.৭১	৬২.১৩	৮.২০	১৯.৭৪	৯.৬০	১৩.২৬

৩.৫ বিদ্যুৎ

৩.৫.১ ভৌত অবকাঠামো খাতের বিশেষ করে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। এ খাতে অর্জন নিম্নরূপ:

- ✓ সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযাযী ২০২০ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন ও বিদ্যুৎ ঘাটতি দূরীকরণার্থে গৃহীত পথনকশা বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে বরাদ্দ ৬১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে মোট ৭২৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ৮৩১১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- ✓ ২০১১ সালে মোট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিশন হয়েছে ১৫৬৩ মেগাওয়াট
- ✓ ২০০৯ সাল জানুয়ারী ৬ তারিখে পিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৩২৬৮ মেগাওয়াট যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ আগাষ্ট এ সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছে ৫২৪৪ মেগাওয়াট
- ✓ ২০১৪ সাল নাগাদ দৈনিক গড় পিক উৎপাদন হবে প্রায় ৭৫০০ মেগাওয়াট
- ✓ ২০১১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মানের জন্য ৪৬টি চুক্তি হয়েছে। যার মধ্যে ১৬৫৩ মেগাওয়াট রেন্টাল ও কুইক রেন্টল এবং ৩৬৪৬ মেগাওয়াট নিয়মিত উৎপাদনের জন্য
- ✓ নিয়মিত উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্রমে ক্রমে পেট্রোল-নির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদনের হিস্যা কমে যাওয়া এবং পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংস্কারের ফলে ভর্তুকির চাপও কমে আসবে
- ✓ ২০০৯ হতে ২০১১ সাল (১৫ ডিসেম্বর) পর্যন্ত ৪১টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২৬৯৪ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন) চালু হয়েছে।

৩.৫.২ বিদ্যুতের স্থাপিত ও প্রকৃত উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন	প্রকৃত উৎপাদন
২০০০-২০০১	৪০০৫	৩০৩৩
২০০৬-২০০৭	৫২৬২	৩৭১৮
২০০৭-২০০৮	৫২৬২	৪১৩০
২০০৮-২০০৯	৫৮০৩	৪১৬২
২০০৯-২০১০	৫৯৭৮	৪৬০৬
২০১০-২০১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১৩ ডিসেম্বর	১২৫৫৪	৯৫২১
২০১৪ ডিসেম্বর	১৪৯০০	১১৫০০

- ✓ ২০০৬-০৭ অর্থবছরের তুলনায় ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ৩১.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

`wi`¨ we‡gvPb I mvgwRK wbivcËv Kvhµg

- **দারিদ্র বিমোচন :** দারিদ্র বিমোচন বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সুসংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী । সরকারের রূপকল্প অনুসরণে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

  ✓পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি করে **২২,৫৫৬** কোটি টাকা করা হয়েছে যা জিডিপির ২.৫১ শতাংশ। বিগত তিন বছরে খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে সর্বমোট **৬২,১৫৫** কোটি টাকা বরাদ্দসহ, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ এ দু বছরে সুবিধাভোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৯১.২২ লক্ষ এবং ৮০৮.৩ লক্ষ। এবছর এ সংখ্যা মোট **৭৬৮.১৭** লক্ষে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

  ✓ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গত ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে কতিপয় নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে এগুলির বিপরীতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। নতুন কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে। এগুলোর অনুকূলে বরাদ্দ ছিল।

কর্মসূচি	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০০৯-১০ অর্থবছর	
অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান	১০৭৬.১১
ন্যাশনাল সার্ভিস	৩৬.৩৯
কৃষি খাতে জলাবদ্ধতা দূর এবং সেচের জন্য বিশেষ কার্যক্রম	৫৬.২৪
বিদেশ প্রত্যাগত ও শ্রম বাজারে নতুন কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল	৭০.০০
শিশু বিকাশ কেন্দ্র	১.০০
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	৫.৪১
একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি	৮.০০
ঘরে ফেরা কর্মসূচি	৫.০০
২০১০-১১ অর্থবছর	
ভিক্ষাবৃদ্ধিতেনিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	৬.৩২
২০১১-১২ অর্থবছর	
সার্বজনীন পেনসন স্কীম	১১.৫০
জেলা ও মহানগর পর্যায়ে সুইপার কলোনী নির্মাণ	১০.০০

✓ **উন্নয়ন খাতে দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে নতুন প্রকল্প**

প্রকল্প	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১ অর্থবছর	
অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ	১৫.০০
সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন	৯.১৫
ধান, গম ও ভূট্রার উন্নত বীজের উন্নয়ন	১২০.০৪
Promotion of Legal and Social Empowerment	২৪.০১
২০১১-১২ অর্থবছর	
অশ্রয়ন-২ প্রকল্প	২৫৪.৩১
আইলা ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী অবকাঠামো পুনর্বাসন	২৪.০০
মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৫৩.৪০
বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	২৮.০০
অতিদরিদ্র মহিলাদের জন্য ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন	১২১.৯৩

✓দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্প (২০০২ সালে আবাসন প্রকল্প হিসেবে পরিচিত) পুণরায় **আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২)** নামে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১০ পর্যন্ত ৫৮,৬৫০টি পরিবারকে পূণর্বাসন করা হয়েছে ৬০৮.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে । ৫০,০০০ ছিন্নমূল, গৃহহীন- হতদরিদ্র পরিবারের পূণর্বাসনের লক্ষ্যে বর্তমানে জুলাই-২০১০ হতে জুন ২০১৪ মেয়দে বাস্তবায়নের জন্য আশ্রয়ণ -২ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার বিপরীতে ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ১৬৩ কোটি টাকা ও ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ২৫৪.৩১ কোটি টাকা;

✓দারিদ্র বিমোচনে সরকারের আরেকটি সফল উদ্যোগ হচ্ছে **'একটি বাড়ি একটি খামার'** প্রকল্প যা ৪৮২ টি উপজেলায় ৯৬৪০ টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

✓ বস্তিতে বসবাসকারী ছিন্নমূল মানুষের জন্য স্বস্তিকর বাসগৃহ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজ গৃহে ফিরিয়ে আনা এবং উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করার লক্ষ্যে **'ঘরে ফেরা'** প্রকল্পটি এ সরকার পুনরায় চালু করে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:** দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী । সরকারের রূপকল্প অনুসরনে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিম্নে গত তিন বছরে এ খাতের বরাদ্দের চিত্র তুলে ধরা হল:

অর্থবছর	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**
বরাদ্দ (কোটি টাকা)	১৬৭০৫.৮১	২০৮৯৩.৫২	২২,৫৫৮
% জিডিপি	২.৪২	২.৬৪	২.৫১

✓ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে এ বরাদ্দ প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি করে ২২,৫৫৮ কোটি টাকা করা হয়েছে যা জিডিপির ২.৫১ শতাংশ;

✓**বিভিন্ন ভাতা:** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বিদ্যমান বিভিন্ন ভাতার হার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গড়ে ৩৫ শতাংশ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার হার ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে উক্ত ভাতারসমূহের হার যথাক্রমে ১৪.৭৮ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার হার একই থাকলেও সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন ভাতার বরাদ্দ ১১ শতাংশ বৃদ্ধি হযেছে। কয়েকটি গগুরুত্বপূর্ণ ভাতার পরিমান ও উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নোক্তভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ঃ

ভাতা	**সুবিধাভোগীর সংখ্যা**				**মাসিক ভাতা (মাথাপিছু)/মোট বরাদ্দ**			
	২০০৮-০৯	**২০০৯-১০ (লক্ষ জন**	**২০১০-১১ (লক্ষ জন)**	**২০১১-১২ (লক্ষ জন)**	**২০০৮-০৯** (মাসিক ভাতা) (টাকা)	**২০০৯-১০** (মাসিক ভাতা) (টাকা))	**২০১০-১১** (মাসিক ভাতা) (টাকা))	**২০১১-১২** (সোট বরাদ্দ) (টাকা)
১. বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি	**২০ লক্ষ**	২২.৫ **লক্ষ**	২৪.৭৫ **লক্ষ**	২৪.৭৫ **লক্ষ**	২৫০	৩০০	৩০০	৮৯১.০০
২. বিধবা,স্বামী পরিত্যাক্তা ও দুস্থ মহিলাদের জন্য খাতা	৯ **লক্ষ**	৯.২ **লক্ষ**	৯.২ **লক্ষ**	৯.২ **লক্ষ**	২৫০	৩৫০	৩০০	৩৩১.০০
৩. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা কর্মসূচী	২ **লক্ষ**	২.৬ **লক্ষ**	২.৮৬ **লক্ষ**	২.৮৬	২৫০	৩০০	৩০০	১০২.৯৬
৪. অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচী	১ **লক্ষ**	১.২৫ **লক্ষ**	১.৫০ **লক্ষ**	১.৫০	৯০০	১৫০০	২০০০	৩৬০.০০
৫. দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃকালীন ভাতা	৬০ হাজার	৮৮ হাজার	৮০ হাজার	৯২ হাজার	৩০০	৩৫০	৩৫০	৪২.৫০

✓**খাদ্য নিরাপত্তা:**

২০০৮-০৯ অর্থবছরের বছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে খাদ্য নিরাপত্তার আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন Open Market Sales (OMS), Vulnerable Group Development (VGD), Vulnerable Group Feeding (VGF),Gratuitious Relief (GR), Food For Work (FFW)- এর পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ নিম্নরূপ:

অর্থবছর	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**
বরাদ্দ (কোটি টাকা)	৪৯৩২.৪৮	৭২৩২.১২	৭১০২.৫৭
সুবিধাভোগী (লক্ষ)	৩০৮.৪৪	৪৭৮.২২	৪১৬.৩৭

খাদ্য নিরাপত্তার অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় (সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৩০ শতাংশ) বাস্তবায়নাধীন ৯টি কর্মসূচির ব্যয় ও এর মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা নিম্নে বর্ণিত হলো:

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	**২০০৮-০৯**		**২০০৯-১০**		**২০১০-১১**	
	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার	**পরিমাণ (টাকা/ মেঃ টন)**	**সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার**	**পরিমাণ(লক্ষ টাকা/মেঃ টন)**	**সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার**	**পরিমাণ (লক্ষ টাকা/মেঃ টন)**
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি	৬.০ লক্ষ জন (১০০ দিনের)	১২১০,০০ (লক্ষ টাকা)	৬.২৫ লক্ষ জন (৮০ দিনের)	৭৭,৭৫৪.১২ লক্ষ টাকা	৭.৪০ লক্ষ জন (৮০ দিনের))	৯৩,২৯৯.৯৯ (টাকা)
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি	১৪.০০ লক্ষ জন	১১৩৭,০৩ (লক্ষ টাকা)	১৫.০৪ লক্ষ জন	৮৪,৯০১ লক্ষ টাকা	৯,৩৯,৭২৪ জন	৪৭,৮৬৯ (লক্ষ টাকা)
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসুচি	২৯.২৯ লক্ষ জন	১০২০,৪৮ (লক্ষ টাকা)	৩০,২৭,৪০২ জন	৮৩,৩৫৯ (লক্ষ টাকা)	২৭,৯২,৪০০ জন	৭৯,৪৮৭ (লক্ষ টাকা)
ভিজিএফ	৭২,৯০,০০০ পরিবার	১৪,৮৭৫৩ (লক্ষ টাকা)	১,১২,১১,০৪০ টি পরিবার	৩৭,৫৩১.৯৯ লক্ষ টাকা	৫৪,৮৭,৫৭১ টি পরিবার	৩৮,০১৪ (লক্ষ টাকা)
জিআর (খাদ্যশস্য)	৪,৬৬,৭৬০ পরিবার	১২,০০০(লক্ষ টাকা)	৪,১৬,২০০ টি পরিবার	১০,৭৪৪.৬১ লক্ষ টাকা	৩,২০,০০০ পরিবার	৮২৬১.১২ লক্ষ টাকা
জিআর (নগদ অর্থ)	৩১,৫৭৯ জন	১৫৭৯ (লক্ষ টাকা)	১৩,১৬০ জন	৬৫৮ লক্ষ টাকা	১২,০০০ জন	৬০০.০৬ লক্ষ টাকা
কম্বল/শীতবস্ত্র	১,৯৮,৯০০ জন	১,০০০ লক্ষ টাকা	১,৬২,৮৬৬ জন	৫০০ (লক্ষ টাকা)	১,৪৬,৬৪২জন	৫০০ (লক্ষ টাকা)
গৃহ নির্মাণ মন্জুরী	৮,০০০ পরিবার	৪০০.০০ লক্ষ টাকা	৬৩,০০০ পরিবার	১১,১০০ (লক্ষ টাকা	২৬,০৬০ পরিবার	১৩০০(লক্ষ টাকা)
ঢেউটিন	৭,৫২২ পরিবার	২২০০ লক্ষ টাকা	৭,৩৭৫ পরিবার	২০০০ লক্ষ টাকা	৭,৩৭৫ পরিবার	১৫০০ (লক্ষ টাকা)
মোট ৯টি কর্মসূচি	**৪৭,৯৮,০২৬ জন ৫৮,২৩,০৯৩ টি পরিবার**	**২৭১১৩১.৫৩ লক্ষ টাকা ১,৪৭,৩০০.৯২ মেঃ টন**	**৫৮,৫৮,০৩৬ জন ১,১৬,৯৭,৬১৫ টি পরিবার**	**৩০৮৫৪৮.৬০ লক্ষ টাকা ১,৮৭,০০২.৭০ মেঃ টন**	**৫১,০৭,২২১ জন ৭৭,৯০,১৯৫ পরিবার**	**৫০২৩,৮৩ লক্ষ টাকা**

এছাড়া

✓স্বল্প ও সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ১২ লক্ষ্য ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ করা হয়েছে

✓ OMS কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট ১৯.৫৭ লক্ষ্য মেট্রিক টন ও ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৭.৭৫ খাদ্যশস্য বিতরন করা হয়েছে;

Ab¨vb¨ KwZcq Kvh©µg

৫.১ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য প্রাপ্তিতে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা রূপকল্প-২০২১ এর অন্যতম আরেক লক্ষ্য যা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রচেষ্টা পুনর্বাসন শীর্ষক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১০-১১ অর্থবছরে গ্রহণ করা হয় ও ২১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪৩০ কোটি টাকা করা হয়েছে। সকলের জন্য মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা এবং অধিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে ১,৭৮৬ জন চিকিৎসক এবং অন্যান্য ২,৫৪৬টি পদ সৃজন করা হয়েছে;

৫.২.নারী উন্নয়ন

সরকারের নির্বাচনী ইসতেহারের অপর লক্ষ্য সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা অভিপ্রায়ে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বিশ্লেষণ করে ‘‘জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন’’ শীর্ষক একটি দলিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং এ খাতে জিডিপির প্রায় ৪.৪ শতাংশ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয়কে বিবেচনা করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ খাতে ২৬ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে যা জিডিপির ৪.৮ শতাংশ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১০ অনুমোদিত হয়েছে ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসের পরিবর্তে ৬ মাস করা; স্বামী পরিত্যাক্তা, দুস্থ নারী, বিধবা এবং দুপোষ্য মায়েদের জন্য ভাতা বৃদ্ধি; প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যাসাম্য অর্জনসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা। তাছাড়া, World Eeconomic Forum কর্তৃক প্রকাশিত The Global Gender Gap Report, 2011 অনুযায়ী Political Empowerment of Women সূচকে ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১১ তম অর্জন সরকারের নারী উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য নির্দেশ করে ।

৫.৩ ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

যুব সমাজের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার **ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি** গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ২০১১-১২ অর্থ বছরে রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলায় ১টি করে উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.৪. ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি:

দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ পরিবেশ উত্তরোত্তর উন্নীত করে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকার নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঐ সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়:

✓ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও পাইলটভিত্তিতে অটোমেশন;

✓ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ডপত্র প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এবং নিবন্ধন চালুকরণ;

✓ বাণিজ্য বিরোধ নিরসন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে-এর ঋণখেলাপী সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টে নিবেদিত বেঞ্চ স্থাপন;

✓ অগ্রিম ডিক্লারেশন এবং কার্গো ক্লিয়ারেন্স-এর লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুল্ক হিসাবের জন্য সকল ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার;

✓বিচার ব্যবস্থাকে অটোমেশনের আওতায় আনা;

✓ নির্মাত কর্মকান্ডে বিভিন্ন ছাড়পত্র গ্রহণের সুবিধার্থে ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং

✓ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে প্রদেয় সরকারের সব ধরণের প্রাপ্তি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনে জমা প্রদান|

৫.৫ সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনা সংস্কার

✓ জাতীয় বাজেট প্রনয়ন, বাজেট সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং কার্যকরভাবে বাজেট পরিবীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি কম্পিউটার-ভিত্তিক মাল্টি-মডিউল বাজেট ডাটাবেজ (iBAS) তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে; বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা/অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে;

৫.৬ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

✓সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৭০০ কোটি টাকায় একটি জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠনের মাধ্যমে স্থানচ্যুত মানুষকে পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে বিগত দুই অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ূ ট্রাষ্ট ফান্ড (Bangladesh Climate Change Trust Fund, BCCTF)-এ ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

✓উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার উদ্দেশ্যে ‘বাংলাদেশ জরবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা তহবিল’ (Bangladesh Climate Change Resilience Fund, BCCRF) শীর্ষক ১১৩.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়েছে

✓বায়ু ও শিল্প দূষণের মাত্রা হ্রাসের লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনে সহায়তার জন্য ৩০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে

৫.৭ সার্বভৌম ঋণমান নির্ধারণ

বিশ্বব্যাপী মন্দাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী দু’টি প্রতিষ্ঠানের (Standard & Poor’s (S&P) এবং Moody’s স্বতন্ত্র মূল্যায়নে ২০১০ সালে বাংলাদেশের সন্তোষজনক সার্বভৌম ঋণমান (Soverign Credit Rating) অর্জন করেছে এবং ঋণ পরিশোধের অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনামের সমপর্যায়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি এদেশের আর্থিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক সুব্যবস্থারই নির্দেশক । ঋণমানের এ অবস্থা দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব হচ্ছে-অর্থায়ন ও লেনদেনের ভারসাম্য বিবেচনায় ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাস; অর্থনীতি সংকট মোকাবেলার সক্ষমতার প্রমাণ ; উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির প্রাপ্তি সহজতর হবে; বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে ; সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং পুঁজিবাজারে বিদেশী বিনিয়োগের সহায়ক ।

৫.৮. জনপ্রশাসন

প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জনপ্রশাসনের সেবার মান বাড়াতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-

✓সরকারি-চাকুরেদের পেনসন মঞ্জুরী ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি/পদ্ধতি অধিকতর সহজীকরণ ;

✓ন্যূনতম ২০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি নিশ্চিত করে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন;

✓ বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস, ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান এর চাকুরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০০৯, এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস বেতন স্কেল ২০০৯ প্রকাশিত;

✓ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহকে সুসংহত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণের পাশাপাশি কর্মচ্যুৎ শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

✓ ১০.০১.১১ তারিখ হতে মাতৃকালীন ছুটির মেয়াদ পূর্ণ বেতনে ৪ মাস হতে ৬ মাসে উন্নীতকরণ সুবিধা প্রদান।

✓ ৭৯০৩ টি পরথম শ্রেণীর, ৭৩৭৮ টি ২য় শ্রেণীর, ১২৯৩১ টি ৩য় শ্রেণীর এবং ৪৬৪৫ টি ৪র্থ শ্রেণীর পদ সৃজন করা হয়েছে যা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৫.৯ আর্থিক খাত সংস্কার

সরকারের ভিশন ২০২১ অনুযায়ী অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনয়ন করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকারি অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারের আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে সরকারের **আর্থিক খাত সংস্কার করা** হয়েছে:

✓ সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদের অনুমোদনক্রমে জারী করা হয়েছে। এর আওতায় বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে পেশ করা হচ্ছে।

✓ তিনসালা মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোকে (MTBF) পাঁচসালা কাঠামোতে রূপান্তর করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে ইতিপূর্বে ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বাজেট প্রণয়ন শুরু হয়েছে। চলতি ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান MTBF পদ্ধতির আওতায় এসেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ সমূহে বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা/অনুবিভাগ করা হয়েছে।

✓ বাজেট হিসাব প্রণয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসেবে অর্থ বিভাগে iBAS (Integrated Budgeting & Accounting System) পদ্ধতি চালু রয়েছে। ৫৮টি জেলায় Wide Area Network (WAN) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

✓ বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে বিপুল সংখ্যক শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রদান হচ্ছে এবং এটি চলমান রয়েছে

✓ ব্যাংক ও আর্থিক খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরিবিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১০ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

✓ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৯ জারি করা হয়েছে।

✓ দক্ষ আর্থিক খাত সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের অংশ হিসেবে আন্ত ব্যাংক নেটওয়ার্কং এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল বিভাগ/অফিসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

✓ কৃষি/পল্লী খাতকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি এবং পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা ও কর্মসূচির আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য ১৩৮০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ।

✓ বাংলাদেশ ব্যাংক এর তত্ত্বাবধানে দেশে আধুনিক পেমেন্ট ও সেটলমেন্ট সিস্টেমস্ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ক্লিয়ারিং হাউসের কাজ চালুও করা হয়েছে।

✓ বৈদেশিক লেনদেন বিধি-বিধান সহজীকরণ এবং রেমিট্যান্স আহরণ ও বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি তথা রেমিট্যান্সের ডেলিভারী সার্ভিস উন্নতকরণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- ✓ সহজ উপায়ে কৃষি ঋণ এবং সরকারি ভর্তুকি অর্থ পেতে ন্যূনতম ১০ টাকার মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৯৫ লক্ষাধিক কৃষককে এ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করে বিনিয়োগের বিকল্প সূত্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ সরকার শুরুতেই গ্রহণ করে। ২৯ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে বাজারের সূচক ছিল ২৬৪৯.৪৯ তা ৩০ জুন, ২০১০ সালে ৬১৫৩.৬৮-তে উন্নীত হয়। অতঃপর বাজারে অতিমূল্যায়ন শুরু হয় এবং তার ফলে ধস নামে। এই সরকার পুঁজিবাজারকে সংরক্ষণ ও উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং তাদের প্রতিবেদন সারাটি প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং গত ৯ মাসে সেই প্রক্রিয়া বহাল থাকে। বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে আছে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)কে নতুনভাবে গঠন; প্রমাণিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা; সন্দেহযুক্ত অপরাধীদের ক্ষেত্রে তদন্ত; নিয়ম-কানুনের ব্যাপক সংস্কার; বাজারে তারল্যের নজরদারি; বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ ও সাবধানতার পরামর্শ; বাজার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। ২০১১ সালের শেষে পুঁজিবাজারের সূচক ৫২৫৭.৫১।
- ✓ পুঁজিবাজার কিন্তু বিকল্প বিনিয়োগের উৎস হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ২০১১ সালে এই সূত্রে ২২৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়।
- ✓ পুঁজিবাঁজারে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ মালিকানা , ব্যবসা ও ব্যবস্থপনা পৃথকীকরণ (Stock Exchange Demutualization) কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ✓ পুঁজিবাঁজারে স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব কেপিটাল মার্কেট নামে একটি প্রশিক্ষণ ইসস্টিটিউট স্থাপন; বুক বিল্ডিং পদ্ধতি প্রবর্তন; জনতা, অগ্রণী ও সোনালী ব্যাংককে মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ প্রদান, সকল শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ টাকায় নির্ধারণ এবং তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।
- ✓ বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে।
- ✓ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

6| Dcmsnvi

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে দেশ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন ' ভিশন ২০২১' — উন্নয়নের পথনকশা। ২০০৯ পূর্ববর্তী দু:শাসন, ভয়ভীতির নৈরাজ্য, স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা ও জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে ধ্বসে পড়া অর্থনীতিকে পুনর্রীজ্জীবিত করার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ক্রমান্বয়ে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন বাস্তবানুগ পদক্ষেপে দেশের অর্থনীতি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। মহাজোট সরকারের গত ৩ বছরে আর্থিক খাত সংস্কার, ভৌত অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন, কৃষি খাত উন্নয়নে কার্যকর ও বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে বিপুল বিনিয়োগ পরিকল্পনা, তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সর্বস্তরে ব্যবসা বান্ধব সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা সম্প্রসারণ, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহ উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঋণের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করা, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও লেনদেন সহজ ও দ্রুত করণের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ব্যক্তিখাত বান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করেছে।এসকল বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে কাঙ্খিত জিডিপি অর্জনের মাধ্যমে রচিত হয়েছে 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের ভিত্তিভূমি। পরবর্তী বছরগুলোতে এ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন জোরদারকরণসহ আরো নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর করবে সুখী, সমৃদ্ধশালী ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রা।